উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি গাংনীর ৫ সদস্যের এডহক কমিটির অনুমোদন

উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি গাংনীর ৫ সদস্যের এডহক কমিটির অনুমোদন দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকী গত ১৫ মে ২০২৪ তারিখে এই কমিটির অনুমোদন দেন। যার স্বারক নং ৪৩.২০.০০০০.০১২.৩৬.০০২.২০.১০৩৮(১-৫)(১-৫)।

কমিটির আহবায়ক গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, সদস্য সচিব গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহাবুবুল আলম মন্টু, সদস্য বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক সংগঠক সিরাজুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী আজিজুল হক রানু ও জুলফিকার আলী কানন।

এডহক কমিটি গঠণতন্ত্র মোতাবেক ৬ মাসের মধ্যে উপজেলা শিল্পকলা একাডেমী গাংনীর কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করার নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

এদিকে উপজেলা শিল্পকলা একামি গাংনীর ৫ সদস্যের এডকমিটির অনুমোদন দেওয়ায় বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক লিয়াকত আলী লাকীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন গাংনীর বিভিন্ন স্তুরের শিল্পী,

কলাকোশুলী, গীতিকার, সাংস্সাংকৃতিকসেবী ও বিভিন্স্কৃন তিক সংগঠণ।

এডহক কমিটির হাত ধরে আগামীতে একটি সুন্দরকিার্য নির্বাহী কমিটি গঠণ ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণ এগিয়ে যাবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

মেহেরপুর সওজের এক্স-ইএন, এসডিই ও সার্ভেয়ারকে কারণ দর্শানোর আদেশ

অবৈধভাবে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের পাঁয়তারার অভিযোগে মেহেরপুর সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী (এক্স-ইএন) খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী (এসডিই) মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল্লাহকে কারণ দর্শানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।

গতকাল বৃহস্পতিবার গাংনীর সহকারী জজ আদালতের বিচারক এ আদেশ দেন। আদেশের দিন থেকে ১০ দিনের মধ্যে আসামিদের কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে।

এর আগে গত মঙ্গলবার একই আদালতে মামলাটি দায়ের করেন গাংনী উপজেলার তেরাইল গ্রামের কলেজ শিক্ষক কামরুল ইসলাম। যার মামলা নং দেওয়ানি ৭৮/২০২৪।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী নজরুল ইসলাম মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

মামলার বিবরনে জানা গেছে, সরকারের কাছ থেকে ১৯৫৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পান তৎকালিন এমএনএ (এমপি) নুরুল হক। নুরুল হক বৃটিশ সরকারের সেনাবাহিনীতে চাকুরির সুবাদে পাকিস্থানে থাকার কারনে সিএস রেকর্ড জনৈক ব্যক্তির নামে হয়। পরে দেশে ফিরে এসে আরএস (খতিয়ান যার নং ১৪৫২, আরএস দাগ নং ৫৭৪২ সংশোধনীতে নুরুল হকের নাম নথিভূক্ত হয়।

পরে নুরুল হক ৮৮ সালে ওই জমি ওলিনগর গ্রামের কয়েকজনের কাছে বিক্রি করেন। সেখান থেকে ২০১২ সালে কামরুল ইসলাম ওই জমি কিনে খারিজ, হোল্ডিং খুলে নিয়মিত সরকারকে খাজনা পরিশোধ করে আসছেন। আরএস ম্যাপেও ৫৭৪২ নং দাগটি ব্যক্তি মালিকানাতেই আছে। মেহেরপুর কুষ্টিয়া সড়কের উন্নয়ন চলমান।

সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী খন্দকার গোলাম মোস্তফা, উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মিজানুর রহমান ও সার্ভেয়ার মিসকাতুল গাংনী

উপজেলার তেরাইল গ্রামে নির্মিত ব্রীজের কাছ বাদীর নিজস্ব জমিতে তৈরী দোকান ঘর ভাঙ্গার জন্য বিনা নোটিশে সীমানা নির্ধারণ করেছেন।

এদিকে, জমির মালিক কামরুল ইসলামের জমি থেকে মার্কেট উচ্ছেদ করার হুমকি দিয়ে এবার এই অবৈধ কাজে ব্যবহার করছেন বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস ও তার অনুগত কয়েকজন লোকজনকে। সওজের ওই তিন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের পর সাব ডিভিশনাল প্রকৌশলী মিজানুর রহমান তড়িঘড়ি করে জমির মালিক কামরুল ইসলামের মার্কেট ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য প্রশাসনের একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দিনভর চেষ্টা চালিয়েছেন।

সেখানে ব্যার্থ হয়ে স্থানীয় রাজনীতিক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যানকে দিয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার (৩০ মে) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার নিকট একটি লিখিত অভিযোগ দেন। তবে সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও ব্যক্তি মালিকানা দুই পক্ষেরই কাগজপত্র দেখে আইনগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া এবং ওই স্থানে সড়ক ও জনপথ বিভাগের জমি থাকলে সেটা উদ্ধার করার কথা জানান ইউএনও প্রীতম সাহা।

স্থানীয়রা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাস্তার পুরানো ব্রীজের পাশ দিয়ে সড়ক বিভাগের নিজস্ব যায়গা থাকলেও সেটি ফেলে রেখে ব্যক্তি মালিকানা জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা। যেখানে ৫ বছর আগে বাদি ওই জমির উপর মাটি ভরাট করে ৫টি দোকান ঘর তৈরী করে ব্যবসা চালিয়ে আসছেন। তারা বলেন, একটি পক্ষের প্ররোচনায় সড়ক বিভাগের প্রকৌশলী এবং কর্মকর্তারা ওই যায়গা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

মামলার বাদি কামরুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় একটি চক্রের সহায়তায় সড়ক বিভাগ তাদের নিজস্ব জমি ফেলে রেখে আমার নিজ নামিয় জমি দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণ প্রায় এক বছর আগে শুরু হয়েছে। রাস্তা ও ব্রীজ নির্মাণের জন্য সীমানা নির্ধারণ করে কাজ শুরু হলেও কাজ শেষ পর্যায়ে এসে আমার জমি ভেঙ্গে তা দখলের চেষ্টা চালাচ্ছেন। এব্যাপারে সুরাহা পেতে আমি মেহেরপুর সহকারি জজ আদালতে মামলা দায়ের করেছি।

মামলার পরে মঙ্গলবার দিবাগত রাত সাড়ে ১০ টার সময় উপবিভাগীয় প্রকৌশলী মোবাইল ফোনে কল দিয়ে আমাকে নানা ধরনের হুমকী দেন। হুমকি দিয়ে ওই কর্মকর্তা বলেছেন, আপনী নাগরিক হিসেবে আদালতের

দারস্থ হতেই পারেন। তবে, আপনি চাইলেও আদালত আপনার পক্ষে ইনজানকশন দেবেনা। এটা আদালতের বিষয় এটি আপনি কিভাবে বললেন এমন প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, এটা আমরা উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ও প্রশাসন দিয়ে দেখবো।

সরেজমিনে দেখা গেছে, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের তেরাইল বাজারের নিকট একটি ব্রীজ ছিল। পুরানো ব্রীজের বলবৎ থাকলেও পাশে আরেকটি ব্রীজ নির্মাণ করা হয়েছে। নির্মিত ব্রীজ থেকে বাদি কামরুল ইসলামের মার্কেটটি প্রায় দেড় শ ফুট দুরে অবস্থিত। ব্রীজের পাশে প্যালাসাইড দিয়ে মাটি ধরে রাখা হয়েছে। রাস্তার দুপাশে জমি উদ্ধারের সময় সওজের নিজস্ব জমি যতটুকু ছিল সেটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে।

দীর্ঘ এক বছর পরে মামলার বাদি কামরুল ইসলামের ক্রয়কৃত জমির উপর নির্মিত দোকান ঘর ভাঙ্গার পাঁয়তারা করছে সওজ। তবে জমি দখল করার চেষ্টা করলেও কেবল তা মৌখিকভাবে। কোন অফিসিয়াল পত্র দেওয়া হয়নি এমনকি এলাকাতে মাইকিংও করা হয়নি সম্প্রতি।

এদিকে, কয়েকদিন আগে বাদিকে এসডিই মিজানুর রহমান অফিসে ডেকে এক্স-ইএনকে দিয়ে নানারকম হুমকিও দিয়েছেন।

চাঞ্চল্যকর বেল্টু হত্যা মামলা ফের আলোচনায়

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের চাঞ্চল্যকর আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমান বেল্টু হত্যা মামলা ফের আলোচনায় উঠে এসেছে।

দীর্ঘদিন ধরে মামলাটি স্থবির হয়ে থাকলেও আগামী ধার্যদিন থেকে সাক্ষ্যগ্রহণ শুনানি হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি পক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক।

গতকাল বৃহস্পতিবার মেহেরপুরের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ রিপতি কুমার বিশ^◌াসের আদালতে মামলার শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

মামলার বাদি সাইদুর রহমান বেল্টুর মা সখিনা খাতুন বছর খানেক আগে

মুত্যুবরণ করেন। গতকাল সাইদুর রহমান বেল্টুর ছেলে সারেক রহমান আদালতে হাজির হয়ে মামলার বাদি হয়ে মামলাটি পরিচালনা করার আবেদন করলে বিজ্ঞ বিচারক অনুমতি দেন।

আদালতে আসামিদের মধ্যে বামন্দি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল বিশ্বাসসহ ৮ আসামি উপস্থিত ছিলেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০১২ সালের ২৯ নভেম্বর রাতে গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামে নিজ বাড়িতে গুলি করে খুন করা হয় এলাকার জনপ্রিয় আওয়ামী লীগ নেতা সাইদুর রহমান বেল্টুকে। একদিন পর ১ ডিসেম্বর সাইদুর রহমান বেল্টুর মা সখিনা খাতুন বাদি হয়ে অজ্ঞাত আসামি উল্লেখ করে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ২০১৫ সালের ২৯ জুন বামন্দী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল বিশ্বাস প্রধানসহ ১৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

বাকি আসামিরা হলেন - বামন্দী পশ্চিমপাড়ার মৃত আমিরুল ইসলামের ছেলে মো: সুজন, জয়নাল আবেদীনের ছেলে সেন্টু, মৃত বুলুর ছেলে কনক, বামন্দী পশ্চিমপাড়ার মৃত আবুলের ছেলে রফিকুল ইসলাম, আব্দুর রহিমের ছেলে মো: রহিদুল, কাজিপুর ফকিরপাড়ার শামসুল হকের ছেলে ফজলু, ছাতিয়ানের নুর ইসলামের ছেলে শহিদুল ইসলাম ইমন, বামন্দী নিশিপুরের আশরাফুল ইসলামের ছেলে সাগর আলী, তেরাইলের আমিরুল ইসলামের ছেলে মো: সামরুল, বালিয়াঘাটের রাশিদুলের ছেলে মিঠুন আলী, হাড়াভাঙ্গার মৃত আব্দুল কাদেরের ছেলে লাভলু হোসেন, ছাতিয়ানের মৃত গঞ্জের আলীর ছেলে আশরাফুল ইসলাম, ঝোড়াঘাটের জহির মালিথার মো: লালন, নিশিপুর গ্রামের আমীর আলীর মো আলী, বালিয়াঘাটের আত্তাহিমের ছেলে আরজ আলী। এর মধ্যে কয়েকজন আসামি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং বাকিরা জামিনে রয়েছেন।

মামলার সরকারি পক্ষের আইনজীবী অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক বলেন, বাদির মৃত্যুসহ নানা কারণে মামলাটি দীর্ঘদিন পার হয়েছে।

মামলার অন্যতম সাক্ষী ও হত্যার শিকার সাইদুর রহমান বেল্টুর ছেলে সারেক রহমান বাদি হয়ে মামলাটি পরিচালনার আবেদন করায় মামলাটি এবার দ্রুত নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করছি।

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় বিএনপি নেতা ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আহত

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম (৫৬) সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ মে) দুপুরের দিকে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলার বাওট বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল গণি কলেজের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

আজত সিরাজুল ইসলামকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, বিএনপি নেতা ও চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম মোটরসাইকেল যোগে বাওট বাজার থেকে আকুবপুরের দিকে যাচ্ছিলেন। বাওট কলেজের সামনে পৌছানো মাত্রই বিপরীত দিক থেকে আসা ইঞ্জিনচালিত পাখি ভ্যানের চাকা খুলে এসে মোটরসাইকেলের সাথে ধাক্কা লাগে। এতে সিরাজুল ইসলাম রাস্তার উপর পড়ে গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেন। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

চিকিৎসকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, তার বুকের কলার বোন ভেঙ্গে গেছে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে জখম হয়েছে।

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরে ব্র্যাক টিবি কনট্রোল কর্মসূচীর আওতায় নেটওয়ার্কিং মিটিং

মেহেরপুরে ব্র্যাক টিবি কনট্রোল কর্মসূচীর আওতায় প্যানেল আইনজীবিদের নিয়ে নেটওয়ার্কিং মিটিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ন্যাশনাল টিবি কনট্রোল কর্মসূচীর অংশ হিসেবে আজ বুধবার (২৯ মে) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার চাঁদবিল ইমপেক্টের হলরুমে এ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা সিভিল সার্জন ডাঃ মহী উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে মিটিং এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক মোঃ শামীম হাসান।

এসময় বক্তব্য রাখেন, ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার (ডিএসএমও) উম্মে হুমায়রা আয়েশা, ব্রাকের ডেপুটি ম্যানেজার আহসান হাবীব।

এছাড়াও এসময় ব্রাক জেলা সমন্বয়ক শেখ মনিরুল হুদা, টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের ডিসট্রিক্ট ম্যানেজার অচিন্ত কুমার বোস, উপজেলা একাউন্টস ম্যানেজার সুমীর কুমার বিশ্বাস,টিবি কনট্রোল প্রোগ্রামের পিও লুৎফুন্নাহার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্সের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

মুজিবনগরে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, স্পন্সর শিশুদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বুধবার (২৯ মে) বিকেলে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি

এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে আয়োজিত বিতরণ অনুষ্ঠানে সিডিপি ম্যানেজার সুব্রত টুডের সভাপতিত্বে এবং সিডিপির সিনিয়র অফিসার রিফাত আল মাহমুদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তানভীর হাসান রুমান, জেলা সমবায় অফিসার প্রভাস চন্দ্র বালা, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলাম, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা নিরাপদ খাদ্য অফিসার রিয়াজ মাহমুদ, মুজিবনগর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাজমুস সাদাত রত্ন।

অনুষ্ঠানে গুড নাইট বারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির অন্তর্গত ১২শত স্পনসর শিশুদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, শিক্ষা সামগ্রী, স্বাস্থ্য সামগ্রী, বিতরণের উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুরে প্রচন্ড গরমে কদর বেড়েছে তাল শাঁসের

তীব্র গরমে কদর বেড়েছে তালের শাঁসের। জৈষ্ঠ্য মাসের খরতাপে প্রতিবারের মতো এবারও তাল শাঁস বিক্রি হচ্ছে মেহেরপুরের বিভিন্ন জায়গায়।

শহরের পৌর সভার পাশে, বয়েজ স্কুলের সামনে এবং হোটেল বাজারের ফুটপাতে বিক্রি হওয়া রসালো এ ফলের স্বাদ নিচ্ছেন অনেকেই।

পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এ ফলে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন ও খনিজ উপাদান রয়েছে। এর বেশিরভাগ অংশ জলীয় হওয়ায় এটা খেলে শরীরে পানিশূন্যতা দূর হয়। কচি তালের শাঁস যেমন সুস্বাদু ও পুষ্টিকর তেমনি পাঁকা তাল ও তালের পিঠা গ্রাম বাংলার সুস্বাদু ও জনপ্রিয় খাবার।

বাজারে নতুন ফল তাল শাঁস উঠতে শুরু করেছে। কাঁচা তালের কচি শাঁস খেতে কার না ভালো লাগে। মেহেরপুরের বিভিন্ন ছোট বড় বাজার ও

সড়কের আশেপাশে মৌসুমি ব্যবসায়ীদের তালের শাঁস বিক্রি করতে দেখা যাচ্ছে।

ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ, বি ও সিসহ নানা ধরনের পুষ্টির চাহিদাও মিটছে তালের শাঁস। গ্রীষ্মের গরমে কঁচি তালের রসালো শাঁস সবাইকে তৃপ্তি দেয়। এছাড়া এটি পুষ্টিকর, প্রশান্তিদায়ক ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে।

তাল শাঁসের ক্রেতা জাহাঙ্গীর আলম জানান, তালের শাঁস একটি সুস্বাদু ফল। গরম থেকে এসে তালের শাঁস খেতে ভালই লাগে। গরমের জন্য আমি নিয়মিত খাচ্ছি।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পরিবারের সবার জন্য তালের শাঁস কিনেছিলেন মোঃ আকাশ। তিনি বলেন, বর্তমান সময়ে ফরমালিন বা কেমিক্যাল ছাড়া কোনও ফল পাওয়া মুশকিল। সেখানে তালের শাঁস সর্বোৎকৃষ্ট। ছোট শাঁস অনুযায়ী দাম কিছুটা বেশি হলেও এ নিয়ে কিছু বলার নেই।

তাল শাঁসের খুচরা বিক্রেতা মুজিবুর জানান, দীর্ঘদিন ধরে তিনি তালের শাঁস বিক্রি করেন। আগে এক-দুই টাকায় তালের শাঁস বিক্রি করলেও এখন ৫-৬ টাকা প্রতি পিস বেচাকেনা হয়। প্রতিদিন সব খরচ বাদ দিয়ে দৈনিক চার-পাঁচ শত টাকা লাভ থাকে। গরম যতো বাড়ে তালের শাঁসের চাহিদাও বাড়ে। গাছ থেকে তালের কাঁদি কেটে তা আবার নামানো, বাজারে বয়ে আনা, তারপর কাটাকুটি করে তবেই ক্রেতার হাতে দিতে হয়। কষ্ট হলেও লাভ হয়।

তাল বিক্রেতা কামরুল বলেন, প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ কাঁদি তাল শাঁস বিক্রি হয়। কেউ একটু তরল, আবার কেউ একটু শক্ত শাঁস পছন্দ করেন। অতিরিক্ত গরম পড়ার কারণে ক্রেতা ভালোই পাচ্ছি।

মেহেরপুরে গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করতে সমন্বয় সভা

অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালতকে আরো সক্রিয় করতে পর্যালোচনা ও করণীয় শীর্ষক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সভাকক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের হিসাব সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটরদের নিয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সমন্বয় সভা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক শামীম হোসেনের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন জেলার তিন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী নাজিব হাসান , মোঃ খায়রুল ইসলাম ও প্রীতম সাহা ।

এ সময় গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সমস্যাগুলোর সমাধান ও গ্রাম আদালতকে আরে বেগবান করতে করণীয় বিষয়ে পরামর্শ দেন উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা। এছাড়াও গ্রাম আদালতে ছোটখাট অভিযোগের সমাধান যেন সঠিকভাবে মানুষ পায় সেই বিষয়ে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুরের গ্রামগঞ্জে বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা

টানা দুই দিন ধরে বিদ্যুৎবিহীন রয়েছিলো মেহেরপুর জেলার ৬ লক্ষাধিক মানুষ। পাওয়া যায়নি মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কও।

গত রবিবার (২৬ মে) সন্ধ্যায় শুরু হয় “রিমালের” প্রভাব। তখন থেকেই জেলার গ্রামগঞ্জের মানুষ বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। গতরাতে মেহেরপুর জেলা শহর ও গাংনী পৌরবাসি সামান্য বিদ্যুৎ পেলেও এখন পর্যন্ত গ্রামগুলো রয়েছে বিদ্যুৎ যাওয়া আসার হিড়িক।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির গাংনী জোনাল অফিসের এজিএম কম সবুজ মোল্ল্যাহ বলেন, রিমালের প্রভাবে এখন পর্যন্ত বিদ্যুতের একটি খুটি ক্ষদিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া লাইনের উপর প্রচুর পরিমাণ গাছের ডালপালা ভেঙ্গে পড়েছে। যে কারনে বিদ্যুৎ বন্ধ রাখা হয়েছে। গাছের ডালপালা অপসারনের পর লাইন দিতে পারবো। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করঠি লাইন মেরামত করে সংযোগ ফিরিয়ে আনতে।

গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামের আব্দুর রশিদ বলেন, রিমালের প্রভাব পড়ার আগে থেকেই আমরা বিদ্যুৎবিহীন হয়েছি। সামান্য বৃষ্টিপাত শুরু হলেই বিদ্যুৎ চলে যায়। দিনের অধিকাংশ সময়ে বিদ্যুৎ থাকছেনা। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ এলেও খুব অল্প সময়ের জন্য থাকছে।

নওপাড়া গ্রামের আসাদুজ্জামান ও রহমত আলী বলেন, দুই দিন যাবৎ বিদ্যুৎ নেই। চার্জের অভাবে মোবাইল ফোনগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে। অনেকের বাড়িতে পানি নেই। মটারে পানি তোলার কারনে বাড়ির টিউবওয়েলগুলো অকেজো। বিদ্যুৎচালিত মটারের উপর পানি নির্ভর করে। দুইদিন বিদ্যুৎ না থাকায় কার্যত অকেজো হয়ে গেছে জীবন। কিন্তু কালকে বিদ্যুৎ আসলেও যাওয়া আসাতে কোন উপকার হচ্ছে না।

মুজিবনগর উপজেলার খানপুর গ্রামের শহিদুল ইসলাম ও আহম্মেদ আলী বলেন, দুই দিন যাবৎ বিদ্যুৎ না থাকাই চরম অস্বস্থিতে ছিলাম আমরা। ঘন ঘন বিদ্যুতের লোডশোডিং যেনো নিয়মে পরিণত হয়েছে। দুইদিন বিদ্যুৎ না থাকার কারনে আমদের মোবাইল ফোনগুলোও বন্ধ হয়ে গেছে।

সদর উপজেলার রাঁধাগোবিন্দপুর গ্রামের সাহার আলী বলেন, বিদ্যুৎ চলে গেছে। দুই দিন পর বিদ্যুৎ আসলেও। গ্রাম গঞ্জ এখন বিদ্যুৎ যাচ্ছে ও আসছে। বিদ্যুৎ অফিসে যোগাযোগ করেও কোনো লাভ হয়নি।

গাংনী উপজেলার গাঁড়াডোব গ্রামের পোল্টি খামারি মিজানুর রহমান জানান, রবিবার রাত থেকে দুই দিন বিদ্যুৎ নেই। খামারের মুরগির বাচ্চা নিয়ে বিপড়ে পড়ে গেলাম। তার ভিতরে কাল থেকে বিদ্যুৎ পেলেও বিদ্যুৎ যাওয়া আসাতে মুরগির বাচ্চা নিয়ে বিপকে পড়েতে হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (ডিডি) কৃষিবিদ বিজয় কুমার হালদার জানান, রিমালের প্রভাবে সৃষ্ঠ ঝড়ে জেলায় ৪৫ হেক্টর জমির কলাক্ষেত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে নিরুপণ করা হয়েছে। তবে গত দুই দিনের বৃষ্টিপাত কৃষকদের জন্য আশির্বাদ হয়েছে। মাঠের অন্যান্য ফসল বিশেষ করে পাটের ব্যাপক উপকার হয়েছে।

মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির জেনারেল ম্যানেজার স্বদেশ কুমারের ০১৭৬৯-৪০০০৪৮ নং মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও পাওয়া যায়নি।